তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রমোশন এবং পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ বিষয়ক

নির্দেশিকা

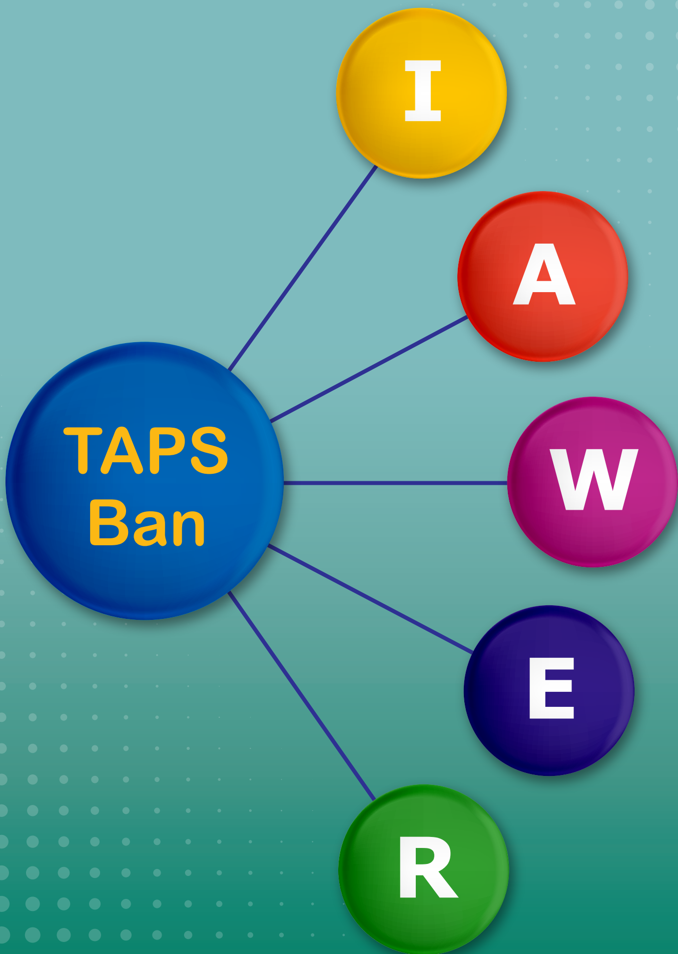

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রমোশন এবং পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ বিষয়ক

নির্দেশিকা

উপদেষ্টা

সাইফুদ্দিন আহমেদ

সৈয়দ মাহবুবুল আলম

সৈয়দা অনন্যা রহমান

প্রচ্ছদ ও পরিকল্পনা

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

গ্রন্থনা ও প্রতিবেদন

শুভ কর্মকার

সম্পাদনা

শারমিন আক্তার

আবু রায়হান

মুদ্রণঃ আইমেক্স মিডিয়া লিঃ

ISBN: 978-984-34-7407-0

© ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

প্রকাশকাল- মার্চ ২০১৯

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হলেও কোম্পানিগুলো বিভিন্ন কৌশলে তাদের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট **বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট** এর সচিবালয় হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ মাঠ পর্যায় থেকে তামাক কোম্পানিগুলোর "তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রমোশন এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ" সংক্রান্ত ধারা লঙ্ঘনের তথ্য সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে প্রেরণ করছে। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম গতিশীল করার ক্ষেত্রে IAWER নামক একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। পদ্ধতিটি তামাক নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী পর্যায়ে কার্যরতদের বিজ্ঞাপন মনিটরিং ও আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেবে বিধায় উক্ত পদ্ধতিটি এই নির্দেশিকায় তুলে আনা হয়েছে।

এই নির্দেশিকাটি তৈরীর ক্ষেত্রে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলসহ অনেক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পরামর্শ এবং সহযোগিতা রয়েছে। অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা, মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এই নির্দেশনাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। নির্দেশনাটি গ্রন্থকারে প্রকাশে সহযোগিতার জন্য ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, International Union Against Tuberculosis and Lung disease (The Union) ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমরা প্রত্যাশা করি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ এর "তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রমোশন এবং পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত ধারা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকাটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	৪
২.	প্রেক্ষাপট	৪
৩.	নির্দেশিকার যৌক্তিকতা	৫
৪.	আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা	৫
৫.	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান	৫-৬
৬.	IAWER পদ্ধতি ও প্রয়োগের কৌশল	৭-১৩
৭.	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫	১৪-২২
৮.	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা	২৩-২৭
৯.	সরকারী নির্দেশনাসমূহ	২৮-২৯
১০.	উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স সভার কার্যবিবরণী নমুনা	৩১-৩২

ভূমিকাঃ

দেশে বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৫.৩%। [১]বাংলাদেশে ২০১৮ সালে তামাক ব্যবহারজনিত রোগে ১ লক্ষ ২৬ হাজার জনের অকাল মৃত্যু হয়েছে এবং প্রতিবছর শুধু তামাকজনিত রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণে ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে[২]। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ পাশ ও পরবর্তী সময়ে আরো শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করে তোলে। উক্ত আইনের ধারা ৫ অনুসারে, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপণ, প্রচারণা এবং পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং আইন অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির বিধানও রয়েছে। আইনের বাস্তবায়ন গতিশীল করতে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে এই নির্দেশনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশনাটি তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রেক্ষাপটঃ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ প্রণয়নের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও তামাক কোম্পানিগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কৌশলে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে যাচ্ছে। যা সাধারন জনগণ বিশেষ করে তরুণ এবং অধূমপায়ীদেরকে ধূমপানে আকৃষ্ট করছে। বিশেষ করে জনসমাগমস্থলগুলোতে (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, বাস ষ্টেশন, বিনোদন পার্ক, সিনেমা হল, হাট বাজার প্রভৃতি) কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা বেশি।

বিজ্ঞাপন মানুষকে আকৃষ্ট করার অন্যতম মাধ্যম। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নতুনদের তামাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি পুরাতন ব্যবহারকারীদের তামাক ব্যবহার চালিয়ে যেতে উৎসাহ প্রদান করা। তামাকের মত ক্ষতিকর পন্যের বিজ্ঞাপন জনগণকে তামাক ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলছে বিধায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এ তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কোম্পানিগুলো কোনভাবেই আইন না মানায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন ব্যহত হচ্ছে। এতে করে একদিকে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে অপরদিকে তামাকের আগ্রাসী বিজ্ঞাপণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তামাকের প্রচারণা ও আগ্রাসী বিজ্ঞাপন বন্ধে নিয়মিত তদারকীসহ আইন বাস্তবায়নে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে টাস্কফোর্স কমিটিগুলোকে সক্রিয়করণের পাশাপাশি, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং সহায়ক নীতিগুলোর সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

---

[১] গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭

[২] আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর গবেষনা

নির্দেশিকার যৌক্তিকতা:

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হলেও কোম্পানিগুলো অবিরাম আইন লঙ্ঘন করে চলেছে। বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে লিফলেট, ষ্টিকারের মাধ্যমে তামাক ব্যবহারে উৎসাহমূলক বার্তা প্রচার, পোষ্টার, দেয়ালে এবং দোকানে নির্দিষ্ট ব্রান্ডের রঙ করা, নানাধরণের উপহার সামগ্রী প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে তামাক কোম্পানিগুলো। আইনত, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর ধারা-৫ অনুযায়ী এসব কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইনের এই ধারাটির বাস্তবায়ন গতিশীলকরণে সহায়তা করাই নির্দেশিকাটির মূল লক্ষ্য। সেই সাথে আইন বাস্তবায়নে সরকার, নীতি নির্ধারক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্তদের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ ও নীতি নির্ধারনে সহায়তাও এই নির্দেশিকাটির অন্যতম উদ্দেশ্যে।

আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর ধারা ৫ (১) অনুসারে,"তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার" এর অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান ।- (১) কোন ব্যক্তি-

(ক) প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ডে বা অন্য কোন ভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(খ) তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে, উহার কোন নমুনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, জনসাধারণকে প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করিবেন না বা করাইবেন না;

(গ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান, বা কোন অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার (sponsor) বহন করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঘ) কোন প্রেক্ষাগৃহে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বা ওয়েব পেজে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কিত কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঙ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তাবকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্য চিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করা যাইবে;

(চ) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না;

(ছ) তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না।

ব্যাখ্যা- উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর কোন কিছুই তামাক বিরোধী স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর (Corporate Social Responsibility) অংশ হিসেবে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে বা উক্ত কর্মকান্ড বাবদ ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করিবে না বা করাইবে না অথবা উহা ব্যবহারে অন্য কোন ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান করিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

IAWER পদ্ধতি ও প্রয়োগের কৌশল

IAWER নামে একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে "তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রমোশন এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ" সংক্রান্ত ধারা বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও মনিটরিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব। এ পদ্ধতিটি প্রয়োগের ৫টি ধাপ রয়েছে। ধাপগুলো হচ্ছে ;

I — **IDENTIFY**
(চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ)

A — **ADMINISTRATIVE AND AWERNESS**
(প্রশাসনিক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম)

W — **WARNING**
(সতর্কীকরণ)

E — **ENFORCEMENT**
(আইন প্রয়োগ)

R — **REPORTING**
(প্রতিবেদন)

I

IDENTIFY

চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ

এই পদ্ধতির প্রথম ধাপে রয়েছে IDENTIFY (চিহ্নিত বা সনাক্তকরন)। সংগঠনের কর্ম এলাকায় তামাক কোম্পানিগুলো কোথায় এবং কিভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন করে বিজ্ঞাপন, প্রচারণা, পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত কার্যক্রম করছে তা চিহ্নিত বা সনাক্ত করতে হবে। নিম্নে প্রদত্ত ফরমটিতে বিজ্ঞাপন সনাক্তকরণের ফলে প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

তথ্য ফরমের নমুনা

নং	বিক্রয় কেন্দ্রর নাম	মালিক/ প্রতিনিধির নাম	ঠিকানা	মোবাইল	কোন ধরনের দোকান	বিজ্ঞাপনের ধরন	ব্রান্ড	ইন্টারভেনশন
১.	সাহেদ টি ষ্টোর	মোঃ সারোয়ার	রায়ের বাজার	০১৭...	চায়ের দোকান	পোষ্টার, শোকেজ	নেভী	মাইকিং প্রচার

তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারণা

A

ADMINISTRATIVE AND AWERNESS

প্রশাসনিক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

- দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে **ADMINISTRATIVE AND AWERNESS** (প্রশাসনিক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম)। এই ধাপে পূর্বের তুলনায় কিছুটা বেশি কাজ রয়েছে। প্রথম ধাপে সংগৃহিত ছবিসহ বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য তথ্যের তালিকা (জাতীয়/জেলা/উপজেলা) টাস্কফোর্স কমিটি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করতে হবে।
- এরপর সরাসরি কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও বিজ্ঞাপন অপসারন সম্পর্কে অবহিত করে সহায়ক সচেতনতামূলক উপকরণ তৈরিসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাতে হবে।
- প্রশাসনের সহায়তায় বিজ্ঞাপন প্রদানকারী দোকানদার ও অন্যান্যদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে ভাল ফলাফল অর্জন করা সম্ভব।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশাসনকে উদ্বুদ্ধ করে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা/অফিস আদেশ সংগ্রহ করতে হবে।
- সংগৃহিত নির্দেশনা/অফিস আদেশ তামাক বিরোধী জোট এর স্থানীয় পর্যায়ে কার্যরত সংগঠন/তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনের মাধ্যমে প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে মাইকিং করে প্রচার করতে হবে।

- তামাক বিরোধী জোটভুক্ত/তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে (যেমন: লিফলেট ক্যাম্পেইন, মাইকিং, আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দোকান মালিক প্রতিনিধি ও অন্যান্যদের মধ্যে সমন্বয়সভা/মতবিনিময় সভা) গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ ইত্যাদি।
- প্রতিটি কর্মসূচি শেষে নির্ধারিত স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রমের ছবিসহ প্রতিবেদনটি তৈরি করে গণমাধ্যম, জেলা/উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রেরণ ও তার রিসিভ কপি সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রশাসনিক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের পরে যেসকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সচেতনতার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞাপন অপসারণ করেছেন তাদের তথ্য নির্দিষ্ট একটি ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রশাসন ও বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক স্থাপিত সচেতনতামূলক বিলবোর্ড

তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন অপসারনে প্রশাসন কর্তৃক সতর্কীকরণ প্রচার

W

WARNING

সতর্কীকরণ

- তৃতীয় ধাপে রয়েছে **WARNING** (সতর্কীকরণ)। এখানে সতর্কীকরণ বলতে প্রশাসনের মাধ্যমে সতর্ক করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার পরও যারা বিজ্ঞাপন অপসারন করেননি তাদের কাছে তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন অপসারণের জন্য প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত সতর্কতামূলক নির্দেশনাটি হাতে হাতে পৌঁছে দিতে হবে।
- উক্ত নির্দেশনাটি যেসকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে তাদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য ফাইলে সংরক্ষন করতে হবে।
- প্রশাসন দ্বারা সতর্কীকরণের পর যেসকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞাপন অপসারণ করেছে তাদেরও নাম ও বিস্তারিত তথ্য ফাইলে সংরক্ষন করতে হবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতন করা

E

ENFORCEMENT

আইন প্রয়োগ

- চতুর্থ ধাপে রয়েছে **ENFORCEMENT** (প্রয়োগ)। এখানে প্রয়োগ বলতে আইনের প্রয়োগকে বোঝানো হয়েছে। যেসকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সচেতনতা ও প্রশাসনের সতর্কীকরনের পরও বিজ্ঞাপন অপসারণ করেনি তাদের তালিকা টাস্কফোর্সের সভায়/প্রশাসনের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।
- যেসকল প্রতিষ্ঠান সতর্কীকরনের পরও বিজ্ঞাপন অপসারণ করেনি তাদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়টি টাস্কফোর্সের/প্রশাসনের সভার কার্যবিবরণীতে সিদ্ধান্ত হিসেবে আনতে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রশাসনকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করায় প্রশাসন কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

R

REPORTING

প্রতিবেদন

- যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা ও শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তাদের তথ্যাদি টাস্কফোর্স কমিটির ফাইলে সংরক্ষনে সহযোগিতা প্রদান।
- পূর্ববর্তী তালিকা অনুসারে এলাকায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন কি পরিমান অপসারণ হয়েছে তার মূল্যায়ণ করা এবং টাস্কফোর্স সমিতির সভায় উপস্থাপন।
- প্রশাসনিক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম থেকে আইন প্রয়োগ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ এবং সমন্বিত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে।
- কর্মসূচি শেষে ছবিসহ প্রতিবেদনটি জাতীয়, জেলা, উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থান এবং গণমাধ্যমে প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যের রিসিভ কপি সংগ্রহে রাখতে হবে।
- প্রশাসন কর্তৃক যে কোন ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই ধন্যবাদ জানিয়ে উক্ত কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রতিবেদনসহ চিঠি প্রেরণ করতে হবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের উদ্যোগ ও সক্রিয় সহযোগীতা

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫
(২০০৫ সনের ১১ নং আইন)
[১৫ মার্চ, ২০০৫]

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর;

যেহেতু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) নামীয় কনভেনশনে বাংলাদেশ ১৬ জুন, ২০০৩ ইং তারিখে স্বাক্ষর এবং ১০ মে, ২০০৪ ইং তারিখে অনুস্বাক্ষর করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত কনভেনশনের বিধানাবলী বাংলাদেশে কার্যকর করার লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** (১) এই আইন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বিভিন্ন ধারা কার্যকর করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা যাইবে।

২। **সংজ্ঞা** - বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

[১]**(ক) "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা তাঁহার সমমানের বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য কোন আইনের অধীন, বা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন বা সকল কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[২]**(খ) "তামাক"** অর্থ কোন নিকোটিনা টাবাকাম বা নিকোটিনা রাসটিকার শ্রেণিভুক্ত উদ্ভিদ বা এতদ্‌সম্পর্কিত অন্য কোন উদ্ভিদ বা উহাদের কোন পাতা বা ফসল, শিকড়, ডাল বা উহার কোন অংশ বা অংশ বিশেষ;

[৩](গ) **"তামাকজাত দ্রব্য"** অর্থ তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্যাস হইতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য, যাহা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দ্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণও (mixture) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) **"ধূমপান"** অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া বা বাহির করা, এবং কোন প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) **"ধূমপান এলাকা"** অর্থ কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্টকৃত কোন এলাকা;

[৪](চ) **"পাবলিক প্লেস"** অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহণের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

(ছ) **"পাবলিক পরিবহণ"** অর্থ মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ী,ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান;

(জ) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

[৫](ঝ) **"ব্যক্তি"** অর্থে কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী বা পরিবেশনকারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। অন্যান্য আইনের প্রয়োগ- এই আইনের বিধানাবলী, উহাতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, the Railways, Act, 1890 (Act IX of 1890), the Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ord. No. III of 1976), the Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978 (Ord. No. XLVIII of 1978), the Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985 (Ord. No. LII of 1985) এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন), [৬]সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৩ নং আইন), বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৪ নং আইন) সহ আপাতত বলবত্‌ অন্য কোন আইন এর অতিরিক্ত, এবং উহাদের হানিকর নয়, বলিয়া গণ্য হইবে।

[৩](গ) **"তামাকজাত দ্রব্য"** অর্থ তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্যাস হইতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য, যাহা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দ্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণও (mixture) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) **"ধূমপান"** অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া বা বাহির করা, এবং কোন প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) **"ধূমপান এলাকা"** অর্থ কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্টকৃত কোন এলাকা;

[৪](চ) **"পাবলিক প্লেস"** অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহণের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

(ছ) **"পাবলিক পরিবহণ"** অর্থ মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ী, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান;

(জ) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

[৫](ঝ) **"ব্যক্তি"** অর্থে কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী বা পরিবেশনকারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **অন্যান্য আইনের প্রয়োগ-** এই আইনের বিধানাবলী, উহাতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, the Railways, Act, 1890 (Act IX of 1890), the Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ord. No. III of 1976), the Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978 (Ord. No. XLVIII of 1978), the Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985 (Ord. No. LII of 1985) এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন), [৬]"সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৩ নং আইন), বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৪ নং আইন) সহ আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইন এর অতিরিক্ত, এবং উহাদের হানিকর নয়, বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ।-** (১) ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি কোন পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান করিতে পারিবেন না।

[৭](২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক তিনশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

[৮]৫। **তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান ।-** (১) কোন ব্যক্তি-

(ক) প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ডে বা অন্য কোন ভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(খ) তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে, উহার কোন নমুনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, জনসাধারণকে প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করিবেন না বা করাইবেন না;

(গ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান, বা কোন অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার (sponsor) বহন করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঘ) কোন প্রেক্ষাগৃহে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বা ওয়েব পেজে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কিত কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঙ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্য চিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করা যাইবে;

(চ) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না;

(ছ) তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না।

ব্যাখ্যা- উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর কোন কিছুই তামাক বিরোধী স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর (**Corporate Social Responsibility**) অংশ হিসেবে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে বা উক্ত কর্মকান্ড বাবদ ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করিবে না বা করাইবে না অথবা উহা ব্যবহারে অন্য কোন ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান করিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

[৯]৬। **অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন নিষিদ্ধ**।- (১) কোন ব্যক্তি কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

[১০]৬ক। **অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ, ইত্যাদি**।- (১) কোন ব্যক্তি অনধিক আঠারো বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

৭। **ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা–** (১) কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে এবং কোন পাবলিক পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে ধূমপানের জন্য স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেসে বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের স্থানের সীমানা, বর্ণনা, সরঞ্জাম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

[১১]**৭ক। পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, ইত্যাদির দায়িত্ব** ।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত বিধির বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

[১২]**৮। সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন** ।– (১) ধারা ৭ এর অধীন ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত নোটিশ বাংলা এবং ইরেজী ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

৯। কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা ।– (১) এই আইনের বিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে কোন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তিকে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণ হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি যদি কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করেন বা বিক্রয় করার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত তামাকজাত দ্রব্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন কার্যক্রম গৃহীত হইলে তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের ৭ দিনের মধ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

[১৩]১০। **তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মূদ্রণ, ইত্যাদি ।-**

(১) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তল বা যে সকল প্যাকেটে দুইটি প্রধান পার্শ্বদেশ নাই সেই সকল প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অন্যূন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়িয়া তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে, রঙ্গিন ছবি ও লেখা সম্বলিত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলায় মুদ্রণ করিতে হইবে।

(২) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় নিম্নবর্ণিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ধূমপানে ব্যবহৃত তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রেঃ-

(অ) ধূমপানের কারণে গলায় ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়;

(আ) ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়;

(ই) ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়;

(ঈ) ধূমপানের কারণে হৃদরোগ হয়;

(উ) পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;

(ঊ) ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;

(খ) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রেঃ-

(অ) তামাকজাত দ্রব্য সেবনে মুখে ও গলায় ক্যান্সার হয়;

(আ) তামাকজাত দ্রব্য সেবনে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;

(গ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সতর্কবাণী।

(৩) বাংলাদেশে বিক্রিত তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় **"শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত"** মর্মে একটি বিবৃতি মুদ্রিত না থাকিলে বাংলাদেশে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কার্টন, কৌটা বা মোড়কে ব্র্যান্ড এলিমেন্ট (যেমন- লাইট, মাইল্ড, লো-টার, এক্সট্রা, আল্ট্রা শব্দ) ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সচিত্র সতর্কবাণী এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিবৃতি তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় মুদ্রণ পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

১১। তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান – (১) তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক উক্ত আমদানিতব্য দ্রব্যে ব্যবহৃত প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন দাখিল না করিয়া কোন ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করিলে যে কোন সময় উক্তরূপ দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

[১৪]**১২। তামাক ও তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ।–** তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও উহার ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ, এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপন, তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩। জনসেবক – কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (Public Servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৪। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ এবং জামিনযোগ্য – (১) The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সকল অপরাধ-

(ক) আমলযোগ্য (Cognizable) এবং জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে;

(খ) যে কোন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

১৫। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।– [১৫](১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা- এই ধারায়-

(ক) ''কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা সংগঠনকেও বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

[১৬](২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী কোন আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা বিশিষ্ট সংস্থা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

[১৭]**১৫ক। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন, ইত্যাদি –**। (১) এই আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন “জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল” নামে একটি সেল থাকিবে।

(২) উক্ত সেলের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। মূল পাঠ এবং ইংরেজীতে পাঠ– এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English text) থাকিবে:

-তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৮। রহিতকরণ ও হেফাজত ।- (১) এই আইন বলবত্ হইবার সংগে সংগে-

[১৮](ক) The Juvenile Smoking Act, 1919 (Ben. Act, II of 1919) ;

[১৯](কক) The East Bengal Prohibition of Smoking in Show Houses Act, 1952 (E.B. Act XIII of 1952); এবং

(খ) তামাকজাত সামগ্রী বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৪৫ নং আইন) রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত আইনসমূহের অধীন কোন মামলা বিচারাধীন থাকিলে বা অন্য কোন কার্যধারা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

ড. মো. ওমর ফারুক খান
সচিব

---

[১]ধারা ২ এর দফা (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[২]ধারা ২ এর দফা (খ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৩]ধারা ২ এর দফা (গ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৪]ধারা ২ এর দফা (চ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৫]ধারা ২ এর দফা (ঝ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৬]ধারা ৩ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৩ ধারাবলে] “the juvenile Smoking At, 1919 (Ben.Act, II of 1919);” বিলুপ্ত ও “এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন),
[৬] “সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৩ নং আইন), বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৪ নং আইন)” সন্নিবেশিত
[৭]ধারা ৪ এর উপধারা (২) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৮]ধারা ৫ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৯]ধারা ৬ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত ও ৬ক ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১০]ধারা ৬ক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৭ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১১]ধারা ৭(ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৯ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১২]ধারা ৮ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৯ ধারাবলে সংখ্যায়িত ও সন্নিবেশিত
[১৩]ধারা ১০ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[১৪]ধারা ১২ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১১ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[১৫]ধারা ১৫ (১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১২ ধারাবলে সংখ্যায়িত
[১৬]ধারা ১৫ (২) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১২ ধারাবলে সংযোজিত
[১৭]ধারা ১৫ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১৮]ধারা ১৮ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১৯]ধারা ১৮ (কক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১৪ ধারাবলে পুনঃসংখ্যায়িত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন
তারিখ : ২৮ ফাল্গুন ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১২ মার্চ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও নং ৫৮-আইন/২০১৫।-ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন,

২০০৫ (২০০৫ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :-

১। **শিরোনাম**।- এই বিধিমালা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় "আইন" অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন)।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**।- আইনের ধারা ২ এর দফা (ক) এ বর্ণিত "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা :-

(ক) জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা;

(খ) সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা;

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা;

(ঘ) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন পুলিশ কর্মকর্তা;

(ঙ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নিম্ন নহেন এমন কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সিভিল সার্জনের কার্যালয়, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন এ কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টর;

(ছ) অগ্নি নির্বাপণ বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা; এবং

(জ) কারখানা পরিদর্শক।

৪।	**ধূমপান এলাকা নির্দিষ্টকরণ, ইত্যাদি।-** (১) নিম্নবর্ণিত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক

পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইবে না, যথা :-

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
(খ) গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে;
(গ) হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন;
(ঘ) প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে;
(ঙ) প্রদর্শনী কেন্দ্রের অভ্যন্তরে;
(চ) থিয়েটার হলের অভ্যন্তরে;
(ছ) চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ এক কক্ষবিশিষ্ট রেস্টুরেন্ট;
(জ) শিশুপার্ক;
(ঝ) খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান; এবং
(ঞ) এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন।

(২) পাবলিক প্লেস কোন ভবন হইলে উক্ত ভবনের যথাসম্ভব কোন উন্মুক্ত স্থানকে ধূমপানের জন্য চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

(৩) একাধিক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন যেমন রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ, ফেরী ইত্যাদি হইলে, ধূমপানের জন্য আলাদা একটি স্থান নির্দিষ্ট করা যাইবে, তবে-

(ক) উক্ত স্থানটি সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরিবহনের সর্বশেষ অংশে বা পিছনে বা উন্মুক্ত স্থানে হইতে হইবে;

(খ) উক্ত স্থানটি যাত্রী ধারণের প্রধান কক্ষে নির্দিষ্ট করা যাইবে না।

৫।	**সিনেমায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান।-**

(১) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর শর্তাংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনকালে পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় **"ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়"** শীর্ষক স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ দৃশ্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কবাণী প্রদর্শন অব্যাহত রাখিতে হইবে;

(খ) টেলিভিশনের প্রচারিত সিনামার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য

রহিয়াছে সিনেমার এইরূপ অংশ দুইটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ উক্ত অংশ আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে অর্থাৎ উক্ত অংশ শেষ হইবার পর সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় "ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" শীর্ষক সতর্কবাণী অন্যূন ১০ (দশ) সেকেন্ড সময় ধরিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(গ) প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ সিনেমা আরম্ভ হইবার পর্বে, বিরতির পূর্বে ও পরে এবং সিনেমা প্রদর্শনের শেষে অনূন্য ২০ (বিশ) সেকেন্ড সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া **"ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়"** শীর্ষক সতর্কবাণী বাংলা ভাষায় প্রদর্শন করিতে হইবে।

৬। **ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা**।- আইনের ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিবার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ধূমপানমুক্ত এলাকাকে ধূমপান এলাকা হইতে পৃথক রাখিতে হইবে;

(খ) ধূমপানমুক্ত এলাকায় যাহাতে ধূমপানের স্থানের ধোঁয়া প্রবেশ করিতে না পারে উহা নিশ্চিত করা;

(গ) ধূমপানের স্থানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থাসহ বিড়ি বা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ নিক্ষেপ বা ফেলার জন্য বালি ও পানিসহ যথাযথ পাত্রের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা হইলে উক্ত চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়া যাহাতে কোন অধূমপায়ীকে যাতায়াত করিতে না হয় উহা নিশ্চিত করা।

(ঙ) ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে **"ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান"** এবং **"ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"** লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

৭। **পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দায়িত্ব**।-আইনের ধারা ৭ক এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাকে ধূমপানমুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, যথা ঃ-

(ক) ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা;

(খ) ধূমপানমুক্ত এলাকায় কোন ছাইদানি রাখা যাইবে না;

(গ) ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে **"ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে"** এবং **"ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"** লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(ঘ) কোন ব্যক্তি আইন এবং এই বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করিয়া ধুমপানমুক্ত এলাকায় ধূমপান করিলে, ক্ষেত্রমত, উক্ত এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, ব্যবস্থাপক অথবা উক্ত এলাকায় সেবা গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপান না করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন;

(ঙ) দফা (ঘ) এর বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তিকে ধূমপান হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ধূমপান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন, তাহাকে কোন প্রকার সেবা প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮। **ধূমপানমুক্ত স্থান সংক্রান্ত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।-**

আইনের ধারা ৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিটি পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে নিম্নবর্ণিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের প্রবেশ পথে এবং অভ্যন্তরে এক বা একাধিক দৃশ্যমান স্থানে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের সাইজ হইবে অনূন্য ৪০ সেন্টিমিটার x ২০ সেন্টিমিটার

(গ) সতর্কতামূলক নোটিশ সাদা জমিনে লাল অক্ষরে অথবা লাল জমিনে সাদা অক্ষরে ধূমপানমুক্ত সাইনসহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) সতর্কতামূলক নোটিশের নমুনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯। **তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, ইত্যাদি।-** (১) আইনের ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত রঙ্গিন ছবি ও লেখার আকার, রং, অনুপাত ইত্যাদি সম্বলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী অবিকল মুদ্রণ করিতে হইবে;

(খ) **"পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"** সম্বলিত সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে;

(গ) সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত ইলেকট্রনিক ফাইল সরকারের নিকট হইতে সংগ্রহকরিতে হইবে;

(ঘ) সচিত্র সতর্কবাণীতে ছবি ও লেখার অনুপাত হইবে ৬:১ এবং লেখাটি কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে হইতে হইবে;

(ঙ) উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে আইনে উল্লিখিত সতর্কবাণী এবং সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ ক্রমানুসারে তিন মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তন করিতে হইবে;

(চ) সচিত্র সতর্কবাণী এমনভাবে মুদ্রণ করিতে হইবে যাহাতে উহা স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোন কারণে ঢাকিয়া না যায় এবং উহা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) সরকার সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর পর ছবি ও সতর্কবাণীসমূহ পুনর্মূল্যায়নপূর্বক

প্রয়োজনে নতুন ছবি ও সতর্কবাণী অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধি কার্যকর হইবার সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর হইতে সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত প্যাকেট, কৌটা এবং মোড়ক ব্যতীত কোন তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত ও বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত **"শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত"** মর্মে বিবৃতিটি সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও মোড়কের পার্শ্বদেশে মুদ্রণ করিতে হইবে এবং এই বিধিমালা কার্যকর হইবার ১২ (বার) মাস পর হইতে এই বিধান কার্যকর হইবে।

১০। **তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান**।- তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় উহার উপাদান সম্পর্কিত তথ্য সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
শাহনাজ সামাদ
উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও অফিস আদেশ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, তামাকজাত দ্রব্যের সবধরণের বিজ্ঞাপন আইনতঃ নিষিদ্ধ। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, তামাকজাত দ্রব্যের সবধরণের বিজ্ঞাপন আইনতঃ নিষিদ্ধ হবার পরও উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় বিড়ি, সিগারেট, জর্দাসহ বিভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা হচ্ছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন কারী অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার একই ধরনের অপরাধ করলে তিনি পর্যায়ক্রমে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুন হারে দণ্ডনীয় হবেন।

এজন্য, অনতিবিলম্বে এসকল বিজ্ঞাপন সরিয়ে ফেলার জন্য এবং পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যথায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

**নিজে আইন মেনে চলুন, অন্যকে আইন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করুন।

বিজন কুমার সিংহ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রচারে: সিলেট ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি-এসডিএস

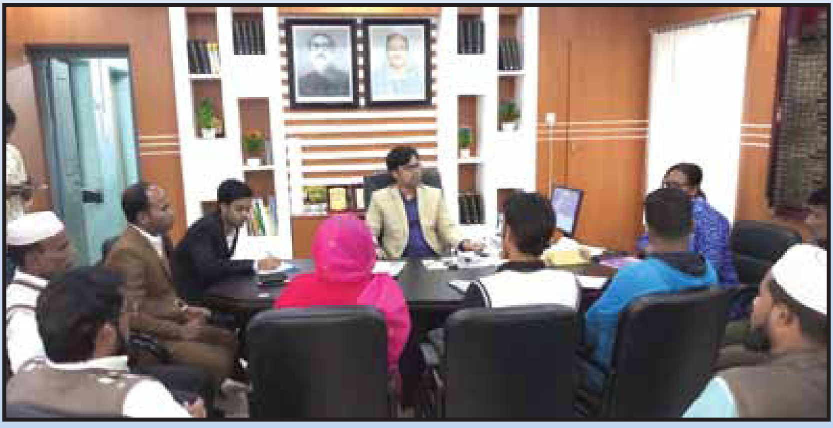

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সভা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিভিল সার্জনের কার্যালয়
সুনামগঞ্জ।

স্মারক নং: ২৮৭৫ তারিখ: ২১/০৮/১৮

অফিস আদেশ

বিষয়: অত্র জেলার সকল দোকান এবং বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন অপসারণের ঘোষণা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। উক্ত আইনের ধারা-৫ অনুসারে, তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা এবং পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তথাপি, অত্র জেলার অবস্থিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে দেখা গেছে বহু দোকান ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রে (Point of Sale) নানা উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন/প্রচার করা হচ্ছে। যা উল্লেখিত আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে অত্র জেলার সকল দোকান হতে অনতিবিলম্বে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহকে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতনতা করতে মতবিনিময় সভা ও ক্যাম্পেইন পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ করা হলো। জনকল্যাণ এবং রাষ্ট্রীয় আইন বাস্তবায়নে উর্ধতন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে বিষয়টি তদারকি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হলো।

ডাঃ আশুতোষ দাশ
সিভিল সার্জন
সুনামগঞ্জ।

স্মারক নং: ২৮৭৫/৩৫ তারিখ: ২১/০৮/১৮

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ১৪/২, আনসারী ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা
০২। সচিব (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য-বিশ্বস্বাস্থ্য) (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪-১৩। জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি (সকল সদস্য) ...., সুনামগঞ্জ।
১৪। জনাব মোঃ নিজামুল হক সরকার, নির্বাহী পরিচালক, আরডিএসএ, সুনামগঞ্জ।
১৫। সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ১৪/৩/৫, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা - ১২০৭

সিভিল সার্জন
সুনামগঞ্জ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সহযোগী সংগঠনদের সাথে সমন্বয় সভা

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রশাসন ও বাজার মালিক সমিতির সাথে সমন্বয় সভা

উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স সভার কার্যবিবরণী নমুনা

উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	জনাব ইয়াসমিন নাহার রুমা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।
সভার তারিখ ও সময়	ঃ	০৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, রোজ সোমবার, বেলা ১১.০০ ঘটিকায়
সভার স্থান	ঃ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুনামগঞ্জ সদর এর অফিস কক্ষ।
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	ঃ	পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য।

'উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি'র সভায় সভার সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতেই কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের পরিচিতি নেয়া হয়। সভায় সদস্য সচিব উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের অবগতির জন্য জানান যে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুনির্দিষ্ট কমিটি নির্ধারন পূর্বক কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির কার্যক্রমের কথা ব্যক্ত করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করা হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১.	নিয়মিত 'উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি'র সভা সংক্রান্ত আলোচনা।	প্রতি ০৩ (তিন) মাসে অন্তত ০১ (এক) টি উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজন করা হবে।	সদস্য সচিব, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ সদর।
০২	পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান সহ তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়পয়েন্ট, প্রচার-প্রাচারণা, পৃষ্ঠপোষকতা রোধ কল্পে আলোচনা।	নিয়মিত ভ্রাম্যমান মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, সুনামগঞ্জ সদর।
০৩	তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কারীদের সচেতনতা সংক্রান্ত আলোচনা।	লিফলেট বিতরন, মাইকিং, দোকান মালিকদের নিয়ে অবহিতকরণ সভা, সংশি- ষ্ট আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান, সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে আলাদা আলাদা পত্র প্রেরণ/ এলাকা ভিত্তিক মতবিনিময় সভা পরিচালনা করা।	উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সুনামগঞ্জ সদর।
০৪	তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, পৃষ্ঠপোষকতা অপসারন বিষয়ে প্রচার প্রচারণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আলোচনা।	উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, ইউনিয়ন পর্যায়ে বড় বাজার, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্শ্বে বিক্রয়কেন্দ্র সহ তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনকৃত বিক্রয় কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করা।	উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সুনামগঞ্জ সদর।
০৫	টাস্কফোর্স কমিটি সম্মানিত সদস্যবৃন্দের স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচীতে জনগুরুত্বপূর্ন বিষয়টি নিয়ে সেবা গ্রহীতাদের মাঝে আলোচনা।	উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কর্মসূচীতে "ধূমপান/তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সেবা গ্রহীতাদের মাঝে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করা।	উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সুনামগঞ্জ সদর।

চলমান পাতা- ২

ডাঃ রাম পদ রায়
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা
সুনামগঞ্জ সদর

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০৬	'রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (আরডিএসএ)' এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুল হক সরকার কে উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটিতে সদস্য করণ সংক্রান্ত আলোচনা।	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক নিয়ে প্রচার-প্রচারণা ও গণসচেতনতায় সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ব্যাপক কর্মসূচীতে কাজ করার জন্য জনাব মোঃ মিজানুল হক সরকার কে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনিত করা হয়।	উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সুনামগঞ্জ সদর।
০৭	টাস্কফোর্স কমিটি'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের স্ব-স্ব অফিস কক্ষ ও প্রতিষ্ঠানকে ধূমপান মুক্ত অফিস, ধূমপানমুক্ত এলাকা এবং সতকর্তামূলক নোটিশ প্রদর্শণ সংক্রান্ত আলোচনা।	উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দ নিজ উদ্যেগে স্ব-স্ব অফিস কক্ষ ও প্রতিষ্ঠানকে ধূমপানমুক্ত অফিস, ধূমপানমুক্ত এলাকা এবং সতকর্তামূলক নোটিশ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সুনামগঞ্জ সদর।

পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৪.১২.২০১৮

(ইয়াসমিন নাহার রুমা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন
টাস্কফোর্স কমিটি, সুনামগঞ্জ সদর।

স্মারক নং- ৬৫২/২৭ তারিখঃ ০৫/১২/১৮

অনুলিপিঃ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
০১। সচিব (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ১৪/২, আনসারী ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য-বিশ্বস্বাস্থ্য) (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
০৫। সিভিল সার্জন, সুনামগঞ্জ।
০৬। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর।
০৭। উপজেলা .... (সকল), সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।
০৮। অফিসার ইনচার্জ, সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানা।
০৯। চেয়ারম্যান, ...ইউনিয়ন পরিষদ (সকল), সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।
১০। জনাব মোঃ মিজানুল হক সরকার, নির্বাহী পরিচালক, আরডিএসএ, সুনামগঞ্জ।
১১। জনাব..
১২। অফিস কপি/ মাস্টার কপি।

০৫/১২/১৮

(ডাঃ রাম পদ রায়)
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন
টাস্কফোর্স কমিটি, সুনামগঞ্জ সদর।

পরিশিষ্ট "ক"

০৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার, বেলা ১১.০০ ঘটিকায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের অফিস কক্ষে উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভায় উপস্থিতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১	জনাব ইয়াসমিন নাহার রুমা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুনামগঞ্জ সদর।
০২	জনাব নিগার সুলতানা কেয়া	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর।
০৩	জনাব মোঃ আবুল বরকত	চেয়ারম্যান, কুরবান নগর ইউনিয়ন পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর।
০৪	জনাব মোঃ শামছুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, কাঠইর ইউনিয়ন পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর।
০৫	জনাব মোঃ মোকসেদ আলী	চেয়ারম্যান, জাহাঙ্গীর নগর ইউনিয়ন পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর।
০৬	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	চেয়ারম্যান, রঙ্গারচর ইউনিয়ন পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর।
০৭	জনাব মোঃ ফুল মিয়া	চেয়ারম্যান, গৌরারং ইউনিয়ন পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর।
০৮	জনাব বিশ্বজিৎ কৃষ্ণ চক্রবর্তী	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ সদর।
০৯	জনাব মোহাম্মদ পেয়ার আহমেদ	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ সদর।
১০	জনাব মোঃ সোলেমান রেজা চৌধুরী	লিডার, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, সুনামগঞ্জ সদর।
১১	জনাব নাজমা জাহান	স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ।
১২	জনাব তরুন কুমার বসু	সচিব, মোল্লাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর।
১৩	জনাব মোঃ জুয়েল মিয়া	প্রশিক্ষক, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি, সুনামগঞ্জ সদর।
১৪	জনাব মোঃ মিজানুল হক সরকার	নির্বাহী পরিচালক, আরডিএসএ, সুনামগঞ্জ।
১৫	জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	উন্নয়ন কর্মী, আরডিএসএ, সুনামগঞ্জ।

সহযোগীতায়

The document has been produced with a grant from the International Union against Tuberculosis and Lung Disease (The Union). The contents of this document are the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the positions of the international Union against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) or the donors

The Union International Union Against Tuberculosis and Lung Disease Health solutions for the poor

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২৪৯৩৫১৮
ই-মেইল: info@wbbtrust.org, ওয়েব: www.wbbtrust.org